২৯-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- সুইটেস্ট বাবা সুইট বানানোর জন্য এসেছেন, তোমাদেরকে দেবতাদের মতো সুইট হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে"

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চারা সদা সুখী হওয়ার বরদান পেয়ে যায়?

উত্তরঃ- যার কাছে জ্ঞান রত্নের মূল্য আছে। এক একটা রত্নের কোটি কোটি পতি বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তোমরা বাচ্চারা এইসব জ্ঞান রত্ন ধারণ করে জ্ঞানী-যোগী হও। মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান-রত্ন বেরোলে সদা-সুখী থাকবে। যে সন্তান মিষ্টি হয়, তাকে দেখে বাবাও খুশি হন এবং সদা-সুখী হওয়ার বরদান দেন। তোমরা বাচ্চারা এই বরদানের দ্বারাই এভার-হেলদী, এভার-ওয়েলদী হয়ে যাও।

গীতঃ- এসেছ তুমি অন্তরে, আমার থেকে দূরে কোথায় যাবে...

ওম্ শান্তি। কত মিষ্টি গীত এটা। হয়তো এটা সিনেমার লোকেরা বানিয়েছে, কিন্তু ওরা তো কিছুই জানে না। তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই বেহদের নাটকে অভিনয় করছ। বেহদের বাবাও এখন বেহদের এই ড্রামাতে সম্মুখে বসে অভিনয় করছেন। তোমরা বাচ্চারা কেবল সুইট বাবাকেই সম্মুখে দেখতে পাচ্ছ। আত্মা এই দুই চোখের দ্বারা (শরীরের অঙ্গ দ্বারা) একে অপরকে দেখে। সামনে যেসব আত্মারা বসে আছে, তারাও জানে যে বাবা আত্মাদেরকেই সুইট চিলড্রেন বলছেন। বাবা বলছেন, আমি সকল সন্তানকে অতিশয় মিষ্টি বানানোর জন্য এসেছি। মায়া তোমাদেরকে অতিশয় তিক্ত বানিয়ে দিয়েছে। বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আগে কত সুইট ছিলে। তোমরা যখন মন্দিরে যাও, তখন দেবতাদেরকে কতই না সুইট বলে মনে কর, তাদেরকে কত মিষ্টভাবে দেখতে থাকে। অনেকে বলে, মন্দির খুললেই সুইট দেবতাদের দর্শন করব। মূর্তিটা হয়তো প্রস্তর নির্মিত, কিন্তু লোকে ভাবে যে তারা অতীতে চিন্ময়ী রূপেও এতটাই সুইট ছিল। শিবের মন্দিরেও যায়। তিনি হলেন সুইটেস্ট। নিশ্চয়ই আগে কখনো তিনি এইরকম রূপে এসেছিলেন। সুইটেস্ট-এর থেকেও সুইট, সবচেয়ে মিষ্টি বাবা নিশ্চয়ই ভারতেই এসেছিলেন। মন্দিরে যারা আছেন, তারা সকলেই অতীতে চিন্ময়ী রূপে ছিলেন। নিশ্চয়ই কিছু কর্ম করেছিলেন। সুইটেস্ট বাবাকে কেবল বাচ্চারাই জানবে। তাই তারা অবশ্যই বলবে যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সুইটেস্ট। সমগ্র দুনিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে শিববাবার অনেক মহিমা করা হয়। শিব কাশী, বিশ্বনাথ গঙ্গা - এইরকম অনেকেই বলে থাকে। ওখানে গিয়ে বসবাস করে। এই বাবাও সবদিকে ঘুরে এসেছেন। মানুষ শিবের অনেক মহিমা করে। বাবা জানে যে এরা হল সবাই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা। ঘরের বাচ্চা। ক্রমানুসারে সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পেয়েছে। কিন্তু সকলের নজর হিরো-হিরোইনের দিকেই যাবে। এই ড্রামাতে যারা হিরো-হিরোইন, তাদের জন্য গায়ন করে - তুমি হলে মাতা-পিতা...। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সেই মাতা-পিতার সম্মুখেই বসে আছি। তাঁরা তো দুনিয়ার সম্মুখে নেই। এটাই হল গুপ্ত ব্যাপার। এনার নাম-নিশান তো একেবারে মুছে দিয়েছে। কেবল ছবি আছে, কিন্তু সেটা থেকে তো কিছু বোঝা যায় না। শিবের অনেক পূজারী আছে। কিন্তু কারোর কাছেই সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন সুইটেস্ট। তাঁর মতো সুইট আর কেউ হতে পারে না। সেই সুইটেস্ট বাবা না এলে এই পতিত দুনিয়া পবিত্র হবে কিভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর

কেউই সুইট নয়। হয়তো নিজেকে শিব-অহম্ কিংবা ভগবান বলে। কিন্তু ভগবান তো হলেন সুইটেস্ট, তিনি তো পরমধামে থাকেন। তোমরা তাহলে এই পতিত দুনিয়াতে থেকে কিভাবে বল - শিবোহম্, আমি ভগবান! ভগবান হলেন রচয়িতা, পতিত-পাবন। ভক্তসকল ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু এমন নয় যে ভক্তরাই ভগবান। নিরাকার শিববাবাকেই সুইটেস্ট বলা যাবে। সুইটেস্ট বাবার দ্বারা-ই আমরা সুইটেস্ট স্বর্গে যাব। এখন রাজত্বের রচনা হচ্ছে। সুইটেস্ট বাবা আমাদেরকে মোস্ট বিলাভেড সুইট বানাচ্ছেন। যে নিজে যেমন, সে তো সেই রকমই বানাবে। তিনি বলেন, আমি হলাম নিরাকার। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা হয়। যজ্ঞ রচনা করলে শিবলিঙ্গ এবং শালিগ্রাম বানায়। সেগুলোকে পূজা করে। খুব বড় বড় শেঠজীরা যজ্ঞ রচনা করে। রুদ্র অর্থাৎ শিবের লিঙ্গ বানায় এবং তার সাথে শালিগ্রামও বানায়। ব্রাহ্মণরা পূজা করে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই পূজ্য একসময়ে ছিলে, এখন পূজারী হয়েছ। শিবের বড় লিঙ্গ এবং ছোট ছোট শালিগ্রাম বানিয়ে পূজা করে। এর নামই হল রুদ্র যজ্ঞ। এইসব হল মাটির পূজা। স্মরণ করার জন্য মাটির পুতুল বানায়। তারপর পূজারী বসে পূজা করে। ভারত পূজ্য ছিল। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো পূজারীপনা ছিল না। অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প হল ভক্তি। গায়ন করা হয় - তুমি নিজেই পূজারী, নিজেই পূজনীয়। তারপর বলে দেয় যে সবাই ভগবান। মনে করে, ভগবানই পূজ্য ছিল, এবং ভগবানই পূজারী হয়ে যায়। এটাকেই উল্টো গঙ্গা বলা হয়। বাবাকে তো সকলেই স্মরণ করে - হে ভগবান, হে পতিত-পাবন, হে দয়াময়। ব্যাকুলভাবে ডাকে অর্থাৎ আহ্বান করে। ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তরা আহ্বান করে। স্বর্গে তো তোমরা মালিক হবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে খুব মিষ্টি বানাচ্ছি। গড ফাদার কত মিষ্টি, শিব ভোলা ভগবান কত প্রিয়। শঙ্করের নাম তো দেওয়া যাবে না। শিব হলেন নিরাকার, কিন্তু শঙ্কর আকারী। তাই এদেরকে মিলিয়ে দেওয়া একটা বড় ভুল। মানুষ কোনও মন্দিরে গেলে পূজা তো এক নিরাকারেরই করে। সবাইকে মিলিয়ে দেয়। অচ্যুতম্ কেশবম্, শ্রী রাম নারায়ণম্...। কিন্তু রাম কোথায় আর নারায়ণ কোথায়। সবাইকে এক করে দিয়েছে। ব্যাসদেব কে ছিলেন সেটা কেউই জানে না। বাস্তবে তোমরা হলে সত্যিকারের ব্যাস অর্থাৎ শুকদেবের সন্তান। বাবা বসে সহজ রাজযোগের জ্ঞান শোনান এবং আমরা হলাম সেই শুকদেবের সন্তান, সত্যিকারের ব্যাস। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বাস্তবে আমাদেরকেই সহজ রাজযোগ শেখানো হয়, যার দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাই। দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গান করে - আমরা হলাম পাপী, অধম, তিক্ত...। ওরা তো খুব মিষ্টি, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তোমরাও সেইরকম। এই নলেজ কেবল তোমরাই পাও। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে এই নলেজ থাকবে না। ওখানে আমরা কাউকে এই জ্ঞান দিয়ে দেবতা বানাব না। তাহলে কি কাজ করব? এখানে তো অনেক কাজ। এখানে আমরা হলাম সুইটেস্ট বাবার সন্তান। এরপর লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। তোমরা জানো যে সুইটেস্ট ফাদারের দ্বারা আমরা সুইটেস্ট হয়ে যাই। শিববাবা হলেন শ্রী শ্রী, সবথেকে মিষ্টি। তাঁর দ্বারা আমরাও মিষ্টি হয়ে যাই। আমরা নিজেকে শ্রী শ্রী বলতে পারি না। এইগুলো হল বোঝার ব্যাপার। তোমরা যত অশরীরী, দেহী-অভিমানী হবে এবং মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করবে, ততই মিষ্টি হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এই মুখ্য বিষয়টা ভুলে যেও না। আমাকে স্মরণ করলে আমার মতো মিষ্টি হয়ে যাবে। তাই এইরকম যিনি বানান, সেই বাবাকে কত স্মরণ করা উচিত। বাবা তো যেন মিষ্টির পাহাড়। বলা হয় - তাঁকে স্মরণ করে সুখ পাও। কোনো মালা জপ করতে হবে না। কেবল তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কেউই জানে যে কার স্মরণে এই মালা তৈরি করা হয়েছে। কেবল রাম-রাম বলে আর মালা জপ করে। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম রাম অর্থাৎ শিববাবার সন্তান। তাই তাঁকেই স্মরণ

কর। মালা জপ করা তো পূজারীপনা। আমরা বাবাকে অনেক স্মরণ করি। এই স্মরণের দ্বারা-ই আমরা এভারহেলদী, নিরোগী হয়ে যাই। বাবা বারবার বলেন, নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করলে জীবনরূপী নৌকা তীরে পৌঁছে যাবে। এছাড়া কোনো ১০-২০টা হাত সহ অথবা শুঁড় বিশিষ্ট মানুষ হয় না। কিংবা কেউ হাঁচি দিলে দেবতা বেরিয়ে আসে না। এখন এইসব কথা শুনে মনে কর যে এগুলো কী সব অদ্ভুত কথা ! এগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এইসব কিছুই থাকবে না। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। কিন্তু জ্ঞান অর্ধেক কল্প ধরে চলে না। জ্ঞানের প্রাপ্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলে। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যেমন ওখানে ভক্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভক্তি আগে সতোপ্রধান ছিল। তারপর সতো, রজো, তমো হয়ে যায়। সেইরকম এই বাবার কাছ থেকেও উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সুতরাং, আগে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো এবং শেষে তমো অবস্থায় আসে। জ্ঞানের উত্তরাধিকারও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো হয়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। আগে বুঝতে হবে যে আমরা আত্মারা হলাম মোস্ট বিলাভেড বাবার সন্তান। বাবা এই দেহের মধ্যে এসেছেন। দেহ ছাড়া মুরলী শোনাবেন কিভাবে? নিরাকারী দুনিয়াটা হল সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। তারপর আছে মুভি ওয়ার্ল্ড, এটা হল টকি। এই হল তিনলোক। প্রত্যেকটা বিষয় তোমরা নুতন শুনছ। দুনিয়াতে আর কেউ এইসব জানতে পারবে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড থেকে আসি। আমরা ঐখানের নিবাসী। তাই তার নাম ব্রহ্মান্ড রাখা হয়েছে। ডিম্ব আকৃতির আত্মারা থাকে। কিন্তু আসলে তো এইরকম নয়। যদি স্টার বলা হয়, তাহলে স্টারের পূজা কিভাবে হবে? ফল, ফুল, দুধ ইত্যাদি তার ওপরে কিভাবে থাকবে? এটা ঠিক যে তাঁর নাম শিব। কিন্তু এমন নয় যে তিনি অর্থাৎ বাবা আকারে বড় আর আমরা আত্মারা ছোট ছোট। পরম মানে হল পরমধামে নিবাসকারী আত্মা, যিনি মোস্ট বিলাভেড।
তোমরা জানো যে এখন আমাদেরকে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সবথেকে মিষ্টি বাবা এসে আমাদেরকে মোস্ট সুইট বানান। আত্মা সুইট হয়ে গেলে শরীরটাও সুইট মিলবে। বাবা বলেন, কেবল বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ কর। ওপরে বীজরূপ বাবা আছেন। তিনি হলেন বৃক্ষপতি। ইনি হলেন ফাউন্ডেশন। এরপর এনার থেকে ডালপালা বেরোয়। এইসব দুনিয়ায় কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবা বলেন - প্রিয় সন্তান, নিরাকার বাবা এই শরীরের দ্বারা কথা বলেন। তোমরা এই কানের দ্বারা শোনো। আত্মা-ই ধারণ করে। জ্ঞান সূর্যের হয়েছে উদয়, অজ্ঞান অন্ধকারের হয়েছে বিনাশ...। রাতেই তো অন্ধকার হয়, তাই না? মানুষ মনে করে যে এর থেকে আরও অন্ধকার হবে। কিন্তু এটাই হল ঘোর অন্ধকার। এটা মানুষ জানে না। এখন তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছ। যার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীরা বলে - অন্তহীন। ঈশ্বর, তোমার গতি-মতি আলাদা। তোমরা বুঝেছ যে ঈশ্বর এসেই গতি-সদগতি করেন। তোমরা জানো যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হব। কতই না নেশা! একটা এইম অবজেক্ট তো থাকেই। ব্যারিস্টার হলেও তো ক্রমানুসারেই হবে, তাই না? সেইজন্য মাতা-পিতাকে ফলো করো। তোমরা জানো যে মাতা-পিতা পুরুষার্থ করে নম্বর ওয়ান হয়ে যান। সুতরাং আমরাও পুরুষার্থ করব। আমরাও এত সুইট হব। সন্তান তার মাতা-পিতার সিংহাসন লাভ করে। সন্তান বড় হয়ে গেলে মাতা-পিতা নীচে নেমে যায়। সেইরকম তোমরাও মাতা পিতার সিংহাসন লাভ কর। তোমাদেরকে, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অনেক মিষ্টি এবং প্রিয় হতে হবে। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্ন বার হওয়া উচিৎ। তোমরাই হলে রূপ বসন্ত। ওরা তো বসে বসে একটা গল্প বানিয়েছে। এটা হল জ্ঞান রত্ন। জহুরীদেরকে বাবা ভালো ভাবে জানেন। জহুরীর ব্যবসাকে সবথেকে উঁচু ব্যবসা বলে গণ্য করা হয়। এগুলোও হল জ্ঞান রত্ন। এক-একটা রত্ন ধারণ করা হয়। এইগুলোর দ্বারা তোমরা

অগণিত কোটি কোটি পতি হয়ে যাও। তোমাদের মহলে সোনার ইঁট, হীরে-মানিক লাগানো থাকবে। খুব সুখেই থাকবে। এভারহেলদী, এভারওয়েলদী হয়ে যাবে। এটা তো যেন বাবা বরদান দিচ্ছেন। যত বেশি মিষ্টি হবে, বাবা তত খুশি হবেন। স্কুলে টিচার তো স্টুডেন্টদেরকে চেনেন। ইনি হলেন বেহদের বাবা-টিচার এবং সদগুরু। এখন তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছ। তাই সেইরকম মুরলি চলছে। কিন্তু জ্ঞানীতু আত্মাদেরকে বাবা এখানে থাকতে দেন না। বাবা বলেন - যাও, গিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করো। যে খুব তিক্ত এবং রোগী তাকে নিরোগী বানাও। আজকাল তো গড় আয়ু ৪০-৫০ বছর। যোগীদের আয়ু অনেক বেশি হয়। কৃষ্ণকে মহাত্মা কিংবা যোগেশ্বর বলা হয়। যখন তার রাজত্ব ছিল, তখন গড় আয়ু ১৫০ বছর ছিল। এখন সবাই রোগী হয়ে গেছে। হিসাব তো আছে, তাই না? মানুষ এইসব জানে না। যে বুদ্ধিরুপী বাসন আগে সোনার ছিল, তাতে বিষ ভরার ফলে এইরকম হাল হয়ে গেছে। এখন বাবা জ্ঞান অমৃত ঢেলে পুনরায় সোনার বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার মতো সুইটেস্ট হতে হবে। মুখ থেকে কখনো তিক্ত কথা বেরোনো উচিত নয়। সর্বদা মিষ্টি কথা বলতে হবে।

২) বাবা আমাদেরকে যেসব অমূল্য জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন, তার মূল্যকে জেনে ভালভাবে ধারণ করতে হবে।

বরদান:- ব্যালেন্স দ্বারা ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম সকলের আশীর্বাদের পাত্র হও

সবথেকে বড় কলা হল ব্যালেন্স। স্মরণ এবং সেবার ব্যালেন্স দ্বারা বাবার ব্লেসিংস প্রাপ্ত হতে থাকবে। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যালেন্স দ্বারা সহজেই নাম্বার ওয়ান হয়ে যাবে। এই ব্যালেন্সই অনেককে ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাৎকার করাবে। ব্যালেন্সকে সর্বদা স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করতে থাকলে নিজেও আগে এগোতে থাকবে এবং অন্য আত্মাদেরকেও আগে এগিয়ে দেবে।

স্লোগান:- তাকেই মহাবীর বলা যাবে যে সকল মুস্কিলকে সহজ করে, পাহাড়কে রাই (সর্ষে দানা) বা রুই (তূলো) বানিয়ে দেয়।